ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

ঝাড়আলতাগ্রাম-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম ঃ মধ্যখট্টিমারী পো ঃ দক্ষিণ খট্টিমারী জেলা ঃ জলপাইগুড়ি

অ্যাহেড ইনশিয়েটিভস, কলকাতা (এন. জি. ও) এর সঙ্গে আমাদের ঝাড়আলতাগ্রাম-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে এক অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা তৈরী হয়েছে। 'খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধি' সংক্রান্ত এই কাজে প্রত্যেকটি সংসদ থেকে একদম পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ৩০-৩৫ টি পরিবার চিহ্নিতকরন, প্রতি সংসদ থেকে একজন আগ্রহী চিহ্নিতকরন এবং শিক্ষানবিশ হিসেবে মনোনয়ন এবং পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরনের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বুঝিয়ে প্রথমে প্রত্যেক বাড়িতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান এবং পরপর ধাপে ধাপে অন্যান্য কাজগুলি শুরু হয়। যদিও এই কাজ শুরুর আগে অ্যাহেড ইনশিয়েটিভস এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে অপুষ্টি দূরীকরন ও জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত করনীয় বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে কয়েক দফায় আলোচনা হয় এবং শালবাড়ী-১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে অ্যাহেড ইনশিয়েটিভস এর কাজের প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে আমাদের এই কাজে আগ্রহ তৈরি হয়। গত ২৫/০২/২০১৬ তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে এক সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন -জীবিকার কর্মকান্ড শুরু হয়। শুরু থেকেই প্রতিমাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিসের প্রশিক্ষনে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেডের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে বিগত কাজের পর্যালোচনা ও আগামী কাজটিকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝার জন্য পরিকল্পনার কাজগুলির বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়, এই প্রশিক্ষনে জন প্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের পক্ষে ১-৩ জন উপস্থিত থাকার চেষ্টা করা হয়, কাজটি ৩৭৮ টি পরিবার নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে ৩৯১ টি গরীব পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত য়েছে। সব পরিবারের বাড়ীতে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া সবজী বাগান ৭/৮ রকমের শাক ফলানো এবং খাওয়া দাওয়া এরকম অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। অনেক পরিবারে অ্যাজলা তৈরি এবং ব্যবহার করা হচ্ছে। ছাগল, শুকরপালনের টি প্রজনন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। সেখান থেকে গরীব পরিবারে পশু পালনের

সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এইটুকু বলা যায় চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে । এইটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, গরীব পরিবারগুলিকে কিভাবে হাতে কলমে কাজ শিক্ষা করানো হয় যা যৌথকাজের মাধ্যমে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে । সর্বোপরি অ্যাহেডএর কর্মীবৃন্দের ব্যবহার তাদের শিক্ষানবিশ ও গরীব পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন কাজ শেখানোর বিষয়ে অভিজ্ঞতা, দায়বদ্ধতা আমাদের যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে । বিশেষ করে এম. জি. এন. আর. ই. জি. এস- এর অধিনে নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচো সার, ফলের বাগান ইত্যাদি কর্ম রুপায়নে সহায়তা হয়েছে । আগামীদিনে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনশিয়েটিভস যৌথ উদ্যোগের কাজটি জারি রাখতে এবং এগিয়ে যেতে আগামী গ্রাম পঞ্চয়েত বোর্ড সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে আমরা আশা রাখি ।

শুভেচ্ছান্তে

ভবদীয়

সুবীর কুমার রায়
10-07-18.
Secretary
Jharaltagram No II G P

Jagannath Rava
10-07-18.
Prodhan
Jharaltagram - II G.P.

প্রধান

ঝাড়আলতাগ্রাম-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE PROGRAMME OFFICER
MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT.
&
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI : JALPAIGURI

Ph No. 03563-250107 Fax No. 03563-250024 E-mail : mregsdhupguri@gmail.com

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কলমে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

গরীবদের জন্য আন্তরিক ভাবে কিছু করার চেষ্টা করা এবং যথাযথ সহায়তা পেয়ে কাজটি যদি সফল হয় এবং জীবন-জীবিকার দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়, তাহলে তা রুপায়নকারী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্তৃপক্ষের যেমন ভালো লাগে, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বিডিও ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদেরও তেমন ভালো লাগে। ২০১৬ সালে বিডিও হিসাবে ধুপগুড়ি ব্লকে যোগদান করার পর কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীদের থেকে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর কর্মীবৃন্দ বিশেষকরে শ্রী সুকুমার গাইন মহাশয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, মাগুরমারী ১ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৭০টি সংসদে এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে যৌথভাবে চিহ্নিত প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারের জন্য কি কি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে অবহিত করতেন।

প্রথম দিকে তেমন ভাবে গুরুত্ব না দিলেও যখন জানতে পারলাম, এমজিএনআরইজিএস-এর সহায়তা ছাড়াই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষ ও ইহার সৎ ব্যবহার হচ্ছে তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে যৌথ কাজের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হই। এছাড়া গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পারকুমলাই (দেবচাঁদপাড়া)' গ্রামকে সরকারীভাবে 'আদর্শ গ্রাম' হিসাবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করা হয়। সেখানে অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শেখানোর দায়িত্ব পেয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস -এর কর্মীবৃন্দ দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করে এবং কাজগুলি এলাকায় প্রশংসিত হয়। আমার মনে হয়, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে মূল স্রোতের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা লাগাতার চেষ্টা চলে। নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচোসার, ফলবাগান ইত্যাদি কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কলমে সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মান সহায়ক ও সচিবদের নিয়ে ব্লক স্তরে দু-দুবার কর্মশালার আয়োজন করি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কাজগুলি বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কাজগুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধুপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করার বিষয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মকর্তাদের সাথে আমার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সেটি হলে আশাকরি ভালো হবে।

যতটুকু জেনেছি, প্রত্যেক সংসদ এলাকায় একজন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা, শিক্ষানবিশ হিসাবে মনোনীত হন। তারা মাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রশিক্ষণ নেন এবং যা শেখেন তা প্রথমে নিজের বাড়ীতে করেন এবং চিহ্নিত ৩০-৩৫টি পরিবারকে হাতে কলমে শেখাতে ও করাতে চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি কাজে অভিজ্ঞ একজনকে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত করেন যিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষানবিশ ও পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন ও যৌথ কাজের দেখভাল করেন। সংসদ স্তরে মহিলা শিক্ষানবিশরাই এই কাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বা কারিগর বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রামোন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় পথ প্রদর্শক হতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এই যৌথ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Programme Officer, MGNREGA
&
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI, JALPAIGURI

Dhupguri Panchayat Samiti

P.O. DHUPGURI,DIST.JALPAIGURI,PIN-735210

Smt. Dipika Oraon
Sabhapati
Dhupguri Panchayat Samiti
Contract No. 96096-56330 (M)
03563-250071 (O)

শ্রীমতি দীপিকা ওরাঁও
সভাপতি
ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি
যোগাযোগ- নং- ৯৬০৯৬-৫৬৩৩০ (মো)
০৩৫৬৩-২৫০০৭১ (অফিস)

Memo No.....

Date.....

Ref. No.....

Date. 20-06-18

সভাপতির দৃষ্টি ও উপলব্ধিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

অপুষ্টিতে ভোগা চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে তাদের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের এই কাজটি প্রথমে আমার নিজস্ব, শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়। ২০১৩ সালে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা সত্বেও শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ উদ্যোগের যে কাজগুলি যখন গ্রহণ করতেন আমাকে জানাতেন। দু-একটি কাজ আমি নিজে সরেজমিনে দেখেছি এবং গরীবদের জন্য কাজগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। ২০১৬-র প্রথম দিকে যৌথ উদ্যোগের কাজের ছাপানো রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দেখলাম, গরীবদের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত রাস্তার ধার, খালপাড়, পতিত ও মরশুমী পতিত জমি চিহ্নিত করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে চারা তৈরী, ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালনের জন্য সহায়তা, পুষ্টিকর পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ, এমজিএনআরইজিএস- এর অধীনে কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়ীতে চারা তৈরী করে রাস্তার ধারে রোপণ করে তাদেরকেই বৃক্ষপাট্টা প্রদান ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কয়েকটি কাজ ঠিকমতো না দাঁড়ালেও বেশির ভাগ কাজ যেমন- পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায় ডাল চাষ, অ্যাজোলা ও কেচোঁসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, কলম কাটিং, পশু-পাখি পালনের সহায়তা ইত্যাদি কাজগুলি ভালোই হয়েছে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এরপর আমার সঙ্গে ও তৎকালীন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রী শুভঙ্কর রায়ের সাথে আলোচনা ও সম্মতিতে ধাপে ধাপে ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, বারঘড়িয়া ও বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ কাজের বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন এবং অগ্রগতি জানাতেন। যতটা জেনেছি, গরীবদের জন্য গৃহীত কাজগুলি ভালোই এগোচ্ছে।আমি মনেকরি, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যেমন ভাবে কাজগুলি হচ্ছে তেমনি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও কাজগুলি করার প্রয়োজন রয়েছে। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও এই কাজ শুরু করার বিষয়ে আমার ও বর্তমান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে একাধিকবার অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের আলোচনা হয়েছে। গরীবদের জন্য যৌথ উদ্যোগের এই কাজ ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখি।

অপুষ্টিতে ভোগা গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি সহ দারিদ্র দূরীকরণ ও সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

20-06-18

Sabhapati
DHUPGURI PANCHAYAT SAMITI

MITALI ROY
Member
West Bengal Legislative Assembly

15 (S.C) Dhupguri
Near Station More
P.O.+P.S. : Dhupguri
Dist. : Jalpaiguri
Pin : 735210
M. : 9732111139
8972055253
e-mail : mitaliroydhup@gmail.com

Date. 13-09-2018

বিধায়কের দৃষ্টিতে যৌথ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীব মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ হচ্ছে এবং এই কাজে পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' নামক উন্নয়ন মূলক একটি পেশাদারী সংস্থা ইহা প্রথম আমি ধুপগুড়ি বিডিও-র কাছ থেকে জানতে পারি। পরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার কাজগুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তাদের পাবলিকেশনের কয়েকটি বইও পড়েছি। তাদের থেকে জেনেছি শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদ এলাকায় এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান-এর আদিবাসী অধ্যুষিত ৩টি সংসদ এলাকায় মোট প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারকে নিয়ে এই কাজ চলছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'সমঝোতা পত্র'-এর ভিত্তিতে সংসদ পিছু সবথেকে গরীব ৩০-৩৫টি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের জন্য এই যৌথ কাজ হচ্ছে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে।

পঞ্চায়েতগুলির লিখিত রিপোর্ট পড়ে এবং তাদের থেকে খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, কাজগুলি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায়, পতিত ও মরশুমি পতিত জমিতে ডাল চাষের প্রসার, নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি, গরীব পরিবারগুলিতে ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষের প্রসার, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালন সহ বিভিন্ন কাজে উপকরণ বাবদ একটা বড় অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত খরচ করছে জেনে আমার ভালো লাগছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে নার্সারী, ফলেরবাগান, বৃক্ষপাট্টা প্রভৃতি এমজিএনআরইজিএস-এর কাজে পঞ্চায়েতগুলি কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে ইহাও জেনেছি।

পঞ্চায়েত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া মেনে পরিকল্পনা করে এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আরও নিবিড়ভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে অগ্রনী ভূমিকা নেবে এই আশা রাখি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কাজগুলির সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Mitali Roy
Member
West Bengal Legislative Assembly
15/SC/Dhupguri
13/09/18

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগ

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত যৌথ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় ও ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৫ কিমি. দূরে জঙ্গল সংলগ্ন গিলান্ডী ও নোনাই নদীর মাঝখানে অবস্থিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন ৩২ বর্গ কিমি., মোট মৌজার সংখ্যা- ৫টি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যা- ১১ জন (টিএমসি- ৮জন, সিপিএম-৩), পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ৩ জন, মোট পরিবার– ৩,৫২২টি, বিপিএল পরিবারের সংখ্যা- ১,২৭২টি, মোট জনসংখ্যা- ১৪,৫৮৯ জন, পুরুষ– ৭,৫৭০ জন, মহিলা- ৭,০১৯ জন, মোট কৃষিজমি- ২,৪৪৮ হেক্টর, ব্যক্তিগত চা বাগান - ১৫ একর, সংরক্ষিত বনাঞ্চল- ৭৫৯ হেক্টর, ছোট-বড় পুকুর- ১০০টির মতো, প্রধান কৃষিপণ্য- ধান,পাট ও আলু, উচ্চবিদ্যালয়- ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৯টি, উচ্চ প্রাথমিক- ১টি, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র- ৪টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৩টি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র- ২৯টি, মোট স্বনির্ভর দলের সংখ্যা - ১৬০টি, খেলার মাঠ - ২টি।

কেন ও কীভাবে এই যৌথ উদ্যোগ

কৃষিকাজই এলাকার প্রধান জীবিকা, যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চিহ্নিত করার কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্পদায়, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা আশপাশের এলাকার তুলনায় এখানে বেশি। অনেক পরিবারের সদস্য/সদস্যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কাজ না পাওয়ায় জীবন-জীবিকার জন্য তারা ভিন রাজ্যে চলে যান। এছাড়া পার্শ্ববর্তী শালবাড়ী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ ও ঝাড়আলতাগ্রাম ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গত ২৫/০২/২০১৬ তারিখে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যার ভিত্তিতে অপুষ্টি দূরীকরণ ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু হয় এই যৌথ প্রয়াস।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১] প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বাড়ানো।

২] সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩] এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা জাতীয় শস্যের চাষ বাড়ানো।

৪] এলাকার মরশুমি পতিত, পতিত জায়গার (অব্যহৃত জমি, রাস্তার ধার, খালের ধার, নদীর ধার, পুকুর পাড়, জমির আল) ব্যবহার বাড়ানো এবং কাছাকাছি থাকা গরীব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কাজে, বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

৫] বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে দেশীয় বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো। যাতে গরীব পরিবার/ চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখতে পারে এবং পরবর্তী মরশুমে ব্যবহার করতে পারে।

৬] কৃষি ভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) সৃষ্টি করা।

৭] চাষের খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮] পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সার্বিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ

প্রথমে পঞ্চায়েতগতভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ সম্বলিত সরকারি পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করা হয়। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় যৌথ উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিগত ২০১৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২০১৮ অর্থবর্ষ সময়কাল পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগের কাজ পরিচালনার জন্য একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং তার ভিত্তিতে গরীব পরিবারের সঙ্গে কাজ শুরু হয়। এরপর এলাকার বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে কৃষি ব্যবস্থা, ফসলচক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি, স্বনির্ভর দল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা ও অন্যান্য সকলের সহায়তায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবারের তালিকা তৈরি করে পঞ্চায়েত সদস্য/

সদস্যা দ্বারা চুড়ান্ত অনুমোদনের পর তা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রদান করা হয়। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/ সদস্যা তাদের সুপারিশ সহ পঞ্চায়েতে জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত সব সংসদের পরিকল্পনা একত্রিত করে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণের ব্যবস্থা করে। এরপর সংসদ এলাকার শিক্ষানবিশকে দিয়ে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে চিহ্নিত পরিকল্পনাকারী পরিবারের মধ্যে তা বণ্টন করে। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কর্মীবৃন্দ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে গরীব পরিবারগুলিকে কারিগরি ও হাতে-কলমে সহায়তা দেয়। শুরু থেকেই যৌথ উদ্যোগের এই কাজে নিয়মিত ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধুপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকগণকে জানানো হয়েছে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের মাননীয় বিএলডিও, মাননীয় এডিএ, মাননীয় সিডিপিও এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে তাদের সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গত ২ বছর ধরে ১১টি সংসদে ৩৯২টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

গত প্রায় ২ বছর আগে ১১টি সংসদে ৩৩০টি চিহ্নিত পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বর্তমান বছরে প্রাক খারিফ মরশুমে ৩৯২টি পরিবারকে দিয়ে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছে। পুষ্টি বাগানে অন্তত ৭-৮ রকমের শাক-সবজি চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলি মরশুম ভিত্তিক ২-৩ রকম সবজির পরিবর্তে বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে গড়ে আনুমানিক ৪-৫ রকম বিষমুক্ত সবজি খেতে পারছে।

ডাল জাতীয় শস্যের চাষ

৫০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের নিজের অব্যবহৃত পুকুর পাড়, জমির আল, বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে আনুমানিক ১৬০০ মিটার জায়গায় অড়হর ডাল চাষ এবং ১৭টি কার্যকরী দলে ৫৬টি চিহ্নিত পরিবারকে যুক্ত করে ২৩ বিঘা পতিত জমি ও রাস্তার

ধারে বিউলি ডাল চাষ করানো সম্ভব হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে ৩০টি পরিবারের অড়হর এবং ৪টি দলের ৮ বিঘা বিউলি নষ্ট হয়েছে। ২০টি পরিবারের অড়হর, ১৫ বিঘা জমিতে ১৩টি দলের মোট ৪৫টি পরিবারের বিউলি ভাল অবস্থায় রয়েছে। ৬০টি পরিবারের মোট ৬০০ কেজি ডাল উৎপাদন হবে আশা করা হচ্ছে। উৎপাদিত ডাল থেকে পরিবারগুলি গড়ে এক মাসের ডালের যোগান পেতে পারে।

খাদ্যশস্যের চাষ

কার্যকরী দল গড়ে ও ব্যক্তিগতভাবে ২০টি পরিবারকে দিয়ে ব্লক কৃষি দপ্তরের সহায়তায় ৬ বিঘা জমিতে ভূট্টার চাষ করানো হয়। তবে এখনও পর্যন্ত এর উৎপাদনের পরিমাণ পাওয়া যায়নি (রবি মরশুমে এলাকায় আলু চাষের প্রবণতা থাকায় অন্য খাদ্যশস্যের চাষ তুলনামূলকভাবে কম হয়)।

তৈল জাতীয় শস্যের চাষ

কার্যকরী দল গড়ে ও ব্যক্তিগতভাবে ৬০টি পরিবারকে দিয়ে ৫২ বিঘা জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ করানো হয়। যার উৎপাদন প্রায় ৫০ কুইন্টাল। এথেকে পরিবারগুলির ৯ মাসের তেলের যোগান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নার্সারীতে ফলের চারা তৈরি

১১টি সংসদের ১২ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে গত ২টি মরশুমে ১০,০০০টি বিভিন্ন ফলের চারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দু'বারে নজনে, পেঁপে, আমলকী, বেদানা, আতা, পেয়ারা মিলিয়ে মোট ৫,০০০টি চারা তৈরি করা হয়েছে এবং ৩৭০টি গরীব পরিবারে ৩,০০০টি চারা সরবরাহ করা হয়েছে। কিছু চারা বিক্রি করে শিক্ষানবিশরা ১০ হাজার টাকা আয় করেছেন এবং এখনও প্রায় ১,০০০টি ভাল মানের চারা নার্সারীতে রয়েছে।

চিহ্নিত পরিবারে পাঁচ ফলের চারা সরবরাহ

চিহ্নিত গরীব পরিবারে ফলের যোগান বাড়াতে ৩৭০টি পরিবারে পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী, নজনে মিলিয়ে গত ২ বছরে মোট ২,৯৬০টি চারা বিতরণ করা হয়। এখন পর্যন্ত প্রতি পরিবারে ৩-৪টি করে চারা বেঁচে রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম বছরের পেঁপে গাছ থেকে ফল বা সবজি খাওয়া শুরু হয়েছে।

সবজির নার্সারী

৫ জন শিক্ষানবিশ ও ৪টি পরিবারকে দিয়ে লঙ্কা, বেগুন, টমেটো, ক্যাপসিকাম, ব্রকলি মিলিয়ে মোট ২০ হাজার চারা তৈরি করানো হয়েছে। চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানে কিছু চারা সরবরাহ করা হয় এবং ১০টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ওই ফসলগুলি চাষ করেছে।

দলগতভাবে বিভিন্ন গাছের নার্সারী

এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ২টি স্বনির্ভর দলকে দিয়ে ২০ হাজার বিভিন্ন কাঠের গাছের নার্সারী তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১টি স্বনির্ভর দল সফলতা না পেলেও, বাকি দলটি প্রায় ৮ হাজার চারা তৈরি করতে সমর্থ হয়। নিজেদের প্রাপ্য চারা থেকে কিছুটা বাড়িতে রোপণ করার পর দলটি ২ হাজার চারা বিক্রি করে ১৬ হাজার টাকা আয় করেছে।

নতুন ফসলের চাষ

৬টি কার্যকরী দলকে দিয়ে ওল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৪টি পরিবারকে দিয়ে পেঁয়াজ, ৪টি পরিবারকে দিয়ে ক্যাপসিকাম, ৪টি পরিবারকে দিয়ে ব্রকলি, ১টি পরিবারকে বাদাম চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্যাপসিকাম ও ব্রকলির কিছু চারা চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানে সরবরাহ করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

বাঁশের কঞ্চিকলম

পরীক্ষামূলকভাবে ৮ জন শিক্ষানবিশ কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ৮০টি বাঁশের নার্সারী করেছে। কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও পরিচর্যার অভাব জনিত কারণে বেশিরভাগ কলমই নষ্ট হয়ে গেছে।

বিভিন্ন ফল গাছের কাটিং-গ্রাফটিং

প্রত্যেক সংসদের শিক্ষানবিশ ও ৪টি পরিবারকে দিয়ে লেবু, লিচু, পেয়ারা মিলিয়ে প্রায় ৫০০টি কলমের চারা তৈরি করা হয়। প্রত্যেক পরিবার তাদের নিজের বাড়িতে কলমের চারা রোপণ করেছে। শিক্ষানবিশরা ৩০০টি চারা বিক্রি করে প্রায় ৪০০০ টাকা উপার্জনও করেছেন। এরমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ কাজে ছোট ছোট ফলের বাগান করার জন্য কিছু চারা কিনে তা গরীব পরিবারে সরবরাহ করেছে।

কেঁচোসার তৈরি ও ব্যবহার

১২ জন শিক্ষানবিশ তাদের বাড়িতে ছোট ছোট বেডে কেঁচোসার তৈরি করেছে । এছাড়া এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ৬টি স্বনির্ভর দলের পাকা বেডে কেঁচো ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে পুনরায় সার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ও ব্যবহার

১২ জন শিক্ষানবিশ ও ৩০টি পরিবার তাদের বাড়িতে নিজেদের উদ্যোগে অ্যাজোলা চাষ করেছে এবং তা ব্যবহার করছে। এলাকায় ধীরে ধীরে অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই পশুখাদ্য তৈরি ও তা ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

চিহ্নিত পরিবারে গৃহপালিত পশুপাখি পালনের উদ্যোগ

২টি চিহ্নিত আগ্রহী গরীব পরিবারকে ৬টি শূকরছানা প্রদান করে শূকরের উৎপাদন বা প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। একটি কেন্দ্রে ১টি পুরুষ ও ১টি মহিলা শূকর অসুখে মারা যায়। আর একটি কেন্দ্রে ১টি শূকর ৮টি বাচ্চা দিয়েছে। পরিবারটি ২টি বাচ্চা নিজের জন্য রাখে এবং ২টি বাচ্চা পঞ্চায়েতকে ফেরত দেয়। পরিবার ভিত্তিক পশু পালনের জন্য ফেরত পাওয়া বাচ্চা পঞ্চায়েত অন্য ২টি গরীব পরিবারকে দেয়। ৪টি বাচ্চা বিক্রি করে পরিবারটি ইতিমধ্যে ১০,০০০ টাকা আয় করেছে। এছাড়া ৯ জন শিক্ষানবিশ ও ২৭টি গরীব পরিবারকে নিয়ে ৯টি কার্যকরী দল গড়ে তাদেরকে ৯টি মাদি ছাগলের বাচ্চা সহায়তা দেওয়া হয়। বর্তমানে সবকটি দলের সব ছাগল ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং কয়েকটি শীঘ্রই বাচ্চা দেবে।

শেডনেট তৈরি

এলাকার চাষীদের উৎসাহিত করতে পরীক্ষামূলকভাবে ১টি পরিবারে ১টি শেডনেট তৈরিতে সহায়তা দেওয়া হয়, যেখানে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সবজি ও ফলের চারা তৈরি করে পরিবারটির বাড়তি আয়ের পথ সুগম হয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট ফলের বাগান

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯টি পরিবারকে দিয়ে কলার ৫টি, পেঁপের ৫টি, লেবুর ৫টি ও ৪টি মিশ্র ফলের বাগান করানো হয়েছে। বেশিরভাগ বাগানই এখন ভাল অবস্থায় রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বিশেষ পরিকল্পনা

১) এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১০০টি পরিবারের নার্সারীতে গড়ে ২০০টি চারা তৈরি করিয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে

তা রাস্তার ধারে, অব্যবহৃত সরকারি জায়গায় রোপণ ও বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে পাট্টা প্রদান।

২) ৫০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের নিজের বাড়িতে বিভিন্ন ফলের ছোট ছোট বাগান করতে চারা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩) ২০০টি পরিবারে পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে কারিগরি সহায়তা দেওয়া।

৪) কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের নার্সারী করতে ৫০টি পরিবারে উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

বিশেষ উদ্যোগ

১) খেলাধূলায় অনুশীলন বাড়াতে সংসদ ভিত্তিক আঞ্চলিক স্তরের ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা করা হয়েছে। সারাদিন ব্যাপী এই খেলায় সমস্ত সংসদ এলাকার মানুষ উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন এবং আনন্দ উপভোগ করেছেন। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছিল।

২) জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে শিক্ষানবিশ ও উৎসাহী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গোলমরিচ সহ বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরির পদ্ধতি, ফুল, ফল, বীজ ও গাছ পরিদর্শন করানো হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগগুলি বাস্তবায়নে প্রচার প্রসারের প্রক্রিয়া ও মাধ্যম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা, নিয়মিত পাড়া মিটিং, হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ, এলসিডি প্রদর্শন ও এক্সপোজার ভিজিট বা শিক্ষামূলক প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অসুবিধা

(১) চিহ্নিত পরিবারগুলির নিজস্ব চাষ বা ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য কম জমি থাকা বা একেবারেই না থাকা।

(২) বনবস্তি লাগোয়া গ্রামগুলিতে বিভিন্ন পশুপাখির, বিশেষ করে হাতির দ্বারা ফসলের ক্ষতিসাধন।

৩) অপুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা থাকায় বেশ কিছু পরিবারের উদ্যোগগুলিতে পরিচর্যা ও যত্নের প্রতি অনীহা।

যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

(১) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে যৌথ কাজের প্রতি উৎসাহ কিছুটা বেড়েছে।

(২) প্রতি মাসে অন্তত ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

(৩) যৌথ উদ্যোগগুলি রূপায়ণে বীজ ও উপকরণ কেনার জন্য পারচেজ কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

(৪) গৃহীত উদ্যোগগুলির জন্য ৫০% টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যার পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা।

(৫) ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে।

(৬) যৌথ কাজের শিক্ষানবিশদের স্টাইপেন্ড ও প্রশিক্ষকের সাম্মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত যথাসময়ে প্রদান করছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইআইইন্টারেস্ট (ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্)-এর প্রতিনিধিরা একবার এসে এলাকার যৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ পরিদর্শন করে দেখে কাজের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি পরিবারের মতামত নেন এবং এই কাজে তাদের উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া দিল্লি থেকে প্রকাশিত "Civil Society" নামক মাসিক পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক মাননীয় শ্রী সুবীর রায় এলাকা ঘুরে বেশ কাজ দেখেন ও পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে ওই পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনও লেখেন।

এলাকায় যৌথ কাজের প্রভাব

ক] গরীব পরিবারগুলিতে পুষ্টি সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘরোয়া সবজি বাগানের শাক-সবজি ও ডাল খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

খ] পুষ্টিকর শাক-সবজির যোগান কিছুটা বাড়ায় পুষ্টির মান সামান্য হলেও বেড়েছে।।

গ] অব্যহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বেড়েছে।

ঘ] পশুপাখির খাদ্য অ্যাজোলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহার উত্তরোওর বাড়ছে।

ঙ] নার্সারীতে চারা তৈরি ও গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা বাড়ায় গাছ লাগানোর প্রবণতা এবং রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ] গরীব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশ কিছুটা বেড়েছে, ফলে সংসদ স্তরে এই শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে ।

ছ] গরীব পরিবার ও চাষীদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

জ] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আগের থেকে কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক] যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশকিছু কাজ চলতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

খ] ৩-৪টি গরীব পরিবার মিলে কার্যকরী দল গড়ে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ পদ্ধতিতে বা লিজ নিয়ে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে ও জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারায় ভূমিহীন পরিবারদের কাছে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

গ] গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ সেতু স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন কাজ শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে এবং বাড়ছে।

ঝাড়আলতাগ্রাম ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে এবং কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সময়ে যারা পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষ করে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মাননীয় এডিএ, মাননীয় বিএলডিও, মাননীয় সিডিপিও এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণ

১] জগন্নাথ রাভা (প্রধান), XI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২] প্রতিমা ভগৎ (উপ-প্রধান), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩] দীপিকা রায় (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪] যতীন্দ্রনাথ রায় (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫] অনিমা অধিকারি (সদস্যা), III নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬] সোনা বালা রায় (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি), V নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭] অমৃত মজুমদার (সদস্য), VI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮] রাহেনা বেগম (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯] দীননাথ রায় (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), IX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০] নীরেন্দ্রনাথ রায় (সদস্য), X নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১] প্রতিমা রায় (সদস্যা), VIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের নাম

১] সুবীর কুমার রায় (সচিব ও ভারপ্রাপ্ত ই এ)

২] সমীরণ শর্মা (এন এস)

৩] সুবল রায় (সহায়ক)

৪] অজেন্দ্র নাথ রায় (সহায়ক)

৫] ইন্দ্রজিৎ রায় (জি আর এস)

৬] চন্দন দেব শর্মা (ভি এল ই)

৭] নীরেন্দ্র নাথ রায় (জিপি কর্মী)

৮] মন্টু রায় (জিপি কর্মী)

৯] স্নেহাশিষ দে তরফদার (এস টি পি)

১০] মহাদেব রায় (গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগের প্রশিক্ষক)

শিক্ষানবিশদের নাম

১] প্রতিমা রায়, I নং সংসদ থেকে মনোনীত।

২] মাম্পি রায়, II নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৩] মমতা রায়, III নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৪] দুলালী ভগৎ, IV নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৫] অঞ্জলি রায়, V নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৬] রূপনা সরকার, VI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৭] সুলতানা বেগম, VII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৮] চন্দনা রায় প্রামানিক, VIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৯] হাসিনা খাতুন, IX নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১০] অনিতা রায়, X নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১১] আরতী রাভা, XI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১২] জ্যোৎস্না রাভা, XI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (S), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369